

এক নজরে ধান চাষ

উন্নত জাতঃ বিআর৩ (আউশ ,আমন এবং বোরো তিন মৌসুমেই চাষাবাদ করা যায়) , বিআর৪, বিআর-৫, বিআর-১০, বিআর ১১, বিআর-১২, বিআর২৩, বিআর২৫, ত্রি ধান৩০, ত্রি ধান৩২, ত্রি ধান৩৩, ত্রি ধান৩৪, ত্রি ধান৩৭, ত্রি ধান৩৮, ত্রি ধান৩৯, ত্রি ধান৪০, ত্রি ধান৪১, ত্রি ধান৪৪, ত্রি ধান৪৬, ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৫১, ত্রি ধান৫২, ত্রি ধান৫৩, ত্রি ধান৫৪, ত্রি ধান৫৫, ত্রি ধান৫৬, ত্রি ধান৫৭, ত্রি ধান৬২, ত্রি ধান৬৩, ত্রি ধান৬৪, ত্রি ধান৬৫, ত্রি ধান৬৬, ত্রি ধান৬৭, ত্রি ধান৬৮, ত্রি ধান৬৯, ত্রি ধান৭০, ত্রি ধান৭১ এছাড়া ত্রি ধান৮২, ত্রি ধান৮২, ত্রি ধান৮৩, ত্রি ধান৮৫, ত্রি ধান৮৬ এবং ত্রি হাইব্রিড ধান৪, ত্রি হাইব্রিড ধান৫ ত্রি হাইব্রিড ধান৬ ইত্যাদি।

পুষ্টিগুণঃ চাল শক্তি ও কার্বোহাইড্রেট এর অন্যতম উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী সিদ্ধ কলেছাটা চাল থেকে কার্বোহাইড্রেট -৮০ গ্রাম, শক্তি -১৫২৮ কিলোজুল পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন আমিষ-৬.৪ গ্রাম, স্নেহ-০.৪ গ্রাম, আঁশ-০.২ গ্রাম, খনিজ-০.৭ গ্রাম। এছাড়া সামান্য পরিমাণে চিনি, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-২ রয়েছে।

আমনঃ বিআর১, বিআর২, বিআর৩, বিআর৬, বিআর৭, বিআর৮, বিআর৯, বিআর১৪, বিআর১৬, বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, বিআর২৬, ত্রি ধান২৭, ত্রি ধান৪৮, ত্রি ধান৫৫, ত্রি ধান২৭, ত্রি ধান৪২, ত্রি ধান৪৩, ইরাটম-২৪ ইত্যাদি

আউশঃ বিআর১, বিআর২, বিআর৩, বিআর৬, বিআর৭, বিআর৮, বিআর৯, বিআর১২, বিআর১৪, বিআর১৫, বিআর১৬, বিআর১৭, বিআর১৮, বিআর১৯, বিআর২৬, ত্রি ধান২৮, ত্রি ধান২৯, ত্রি ধান৩৫, ত্রি ধান৩৬, ত্রি ধান৪৫, ত্রি ধান৪৭, ত্রি ধান৫০, ত্রি ধান৫৫, ত্রি ধান৫৮, ত্রি ধান৫৯, ত্রি ধান৬০, ত্রি ধান৬১, ত্রি ধান৬৩, ত্রি ধান৬৪, ত্রি হাইব্রিড ধান১, ত্রি হাইব্রিড ধান২, ত্রি হাইব্রিড ধান৩ ইত্যাদি বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী।

বপনের সময়ঃ আমন ধান জাতভেদে ১ আষাঢ় থেকে ২৫ শ্রাবণ; আউশ ধান জাতভেদে ১৫ চৈত্র - ৫ বৈশাখ এবং বোরো ধান জাতভেদে ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ বপনের উপযুক্ত সময়।

চাষপদ্ধতিঃ মাটির প্রকার ভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিতে হবে। প্রথম চাষ গভীর হওয়া দরকার। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ, এবং সেচের পানির অপচয় কম হয়। সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। লাইন থেকে লাইন ৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারা ৬ ইঞ্চি দূরে লাগাতে হবে।

বীজের পরিমাণঃ জাত ভেদে শতক প্রতি ৪০-৫০গ্রাম।

সারব্যবস্থাপনাঃ

সারের বিবরণ	আউশ (গ্রাম/শতক)	আমন (গ্রাম/শতক)	বোরো (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	৬০০	৪০৫	১০৬০
টি এস পি	২০০	১৫০	৩০৩
এমপি	৩০০	২০২	৪৮৫
জিপসাম	১৩৫	১৩৫	২৪২
দস্তা	২০	১০	৭০০

আমন ধানঃ প্রতি শতকে ইউরিয়া সার ৪০৫ গ্রাম, এমপি ২০২ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ১৩৫ গ্রাম ও দস্তা ১০ গ্রাম দিতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি, জিপসাম, দস্তা ও ১ম কিস্তি ইউরিয়া মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ২য় কিস্তি ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিন পর, ৩য় কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বোরো ধানঃ প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ইউরিয়া সার ৩৫ কেজি, এমপি ১৬ কেজি, টিএসপি ১০ কেজি, জিপসাম ৮ কেজি ও দস্তা ৭০০ গ্রাম দিতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি, জিপসাম, দস্তা ও ১ম কিস্তি ইউরিয়া মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ২য় কিস্তি ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিন পর, ৩য় কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আউশ ধান- জমি তৈরির শেষ চাষের সময় শতাংশ প্রতি ৬০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিবহুল বোনা আউশ এলাকায় ইউরিয়া দু'কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি খান বপনের ৩০-৪০ দিন পর। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শতাংশ প্রতি ১৩৫ গ্রাম জিপসাম ও ২০ জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড়ঃ

- হলুদ মাজরা পোকা দমনে থায়োমিথোক্সাম (২০%) + ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) অথবা ফিপ্রনিল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ রিজেন্ট বা গুলি ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- নলি মাছি / গলমাছি দমনে হেয়াজিনন বা ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমনঃ রিপকর্ড ১০ ইসি ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- পামরি পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গান্ধি পোকা দমনে ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ক্লাসিক বা পাইরিফস বা লিথাল ২০ মিলিলিটার) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কাটাপ বা কারটাপ বা ফরওয়াটাপ ১৬ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।
- চূঙ্গি পোকা, লেদা পোকা ও শিষ কাটা লেদা পোকা দমনে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সেভিন ৩০ গ্রাম) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ ফাইফানন ২০ মিলিলিটার বা সাইফানন ৫৭ ইসি ৩০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।
- বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং দমনে আইসোপ্রোক্যার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।
- থ্রিপস দমনে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার (২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ছাতরা পোকা দমনে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।
- ঘাস ফড়িং দমনে ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।
- লম্বা শূঁড় উরচুঙ্গা দমনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমনঃ রিপকর্ড ১০ ইসি ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা সিমবুশ ১০ ইসি ৫ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

রোগবালাইঃ

- ধানের টুংরো রোগের বাহক পোকা দমনে দমনে আইসোপ্রোক্যার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।
- পাতাপোড়া রোগ দমনের জন্য নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।
- উফরা রোগ দমনে কার্বোফুরান জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ ফুরাডান ৫ জি প্রতি বিঘায় ২ কেজি করে) প্রয়োগ করুন এবং এরপর নিড়ানী দিন ও চূড়ান্ত ভাবে গাছ পাতলা করে দিন।
- ব্লাস্ট রোগ দমনে আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ রেখে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।
- খোলপোড়া, খোলপঁচা রোগ দমনে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।

- বাকানি রোগ দমনে বীজতলা আর্দ্র বা ভিজে রাখুন। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা। চারা লাগানোর ক্ষেত্রে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ফেলুন।
- বাদামি দাগ রোগ দমনে প্রোপিকোনাভল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পাতার লালচে রেখা দেখা দিলে আক্রান্ত গাছের নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- বাদামি দাগ রোগ দমনে প্রোপিকোনাভল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- লক্ষীর গু রোগ দমনে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।
- কান্ডপচা রোগ দমনে ধান কাটার পর নাড়া ও খড় পুরিয়ে ফেলুন। জমিতে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে ইউরিয়া সার কম ও পটাশ বেশি ব্যবহার করুন।
- চারা ধ্বংস রোগ দমনে খুব ঠান্ডার সময় বীজ না বুনা বা সম্ভব হলে পলিথিন সীট দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখুন।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবেনা। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন।

আগাছাঃ কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। যায়। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন কর। যায়। অক্সাডিয়াজন গ্রুপের আগাছানাশক প্রতি হেক্টরে ১ লিটার আগাছা নাশক পরিমাণ মত পানিতে মিশিয়ে চারা রোপন/বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচঃ ধান চাষে অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশী পানির প্রয়োজন হয়। ধানের চারা রোপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপ ছিপ পানি রাখতে হয়, যাতে রোপনকৃত চারায় সহজে নতুন শিকড় গজাতে পারে। খোর অবস্থার পর থেকে ধানের দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে ছিপ ছিপে পানি রাখতে হবে। তবে ধান কাটার ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে।

আবহাওয়াওদুর্যোগঃ খরায়-পুকুর, জলাশয়, খাল ও ডোবায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা। আবহাওয়ার প্রতি নজর রাখা ও সে অনুযায়ী কার্যকারী পরিকল্পনা করুন। নিচু জমিতে বোরো ধানের চাষ করুন। ধান কাটার আগে ও পরে জলি আমন অর্থাৎ বোনা আমন ধানের চাষ করুন। যেতে পারে। (জাত নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে ব্রি ধান২২, ব্রি ধান২৩, বিনাশাইল ইত্যাদি) বোরো জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। আকস্মিক বন্যায় বাধ রক্ষার জন্য ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে তা সংস্কারনের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করুন। মৌসুমের পূর্বেই স্থানীয় ভাবে নির্মানকৃত বেড়ীবাধগুলো চিহ্নিত করে মেরামত করুন।

ফলনঃ জাতভেদে শতক প্রতি ফলন ১২-৩৬ কেজি।

সংরক্ষণঃ শুকানো ধান ঠান্ডা করে বস্তা বা চটের ব্যাগে অথবা আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনের ব্যাগে ধান সংরক্ষণ করতে হবে। ধান সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ এর নিচে রাখতে হবে। টন প্রতি ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী শুকনা পাতার গুড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হলে পোকাকার আক্রমণ হয় না। ধান ভর্তি বস্তা স্যাত স্যাতে জায়গায় না রেখে উচু জায়গায় রাখতে হবে।